দৈনিক খবর

তারিখ 04 MAY 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রসঙ্গ ঃ সবার জন্যে শিক্ষা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া 'সবার জন্যে শিক্ষা'– এই লক্ষ্য অর্জনে একটি সুসমন্বিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। সম্প্রতি শিল্পকলা একাডেমীতে 'সবার জন্যে শিক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধনকালে তিনি এই আহবান জানিয়ে বলেন, শিক্ষাকে একটি সামাজিক কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যান্য উন্নয়ন তৎপরতার সাথে এই কর্মসূচীও সর্বনিম্ন পর্যায়ে সুসংহত করতে হবে।

আমাদের মত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশী তা নতুন করে না বললেও চলে। বলা হয়ে থাকে, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।' বস্তুতঃ একটি দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী যদি শিক্ষার আলোকে আলোকিত না হয়, তাহলে ঐ দেশ এবং জাতির পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো কখনোই সম্ভব হয় না। আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, উন্নত বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ প্রধানতঃ শিক্ষার ওপর নির্ভর করেই উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। বস্তুতঃ এই বিশ্বে এমন কোন দেশ খুঁজে পাওয়া যাবো না, যে দেশ শিক্ষাকে অবহেলা করে একটি অগ্রসর জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এটি এখন এক ধ্রুব সত্য যে, জাতীয় উত্তরণের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন হচ্ছে শিক্ষা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সত্য আরো বেশী প্রযোজ্য এ কারণেই যে, বাংলাদেশ কৃষি ও শিল্পসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অন্য দশটি দেশের তুলনায় দারুণভাবে পিছিয়ে আছে এবং এই পশ্চাৎপদতার মূল কারণ যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, তা এক রকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ২৪ শতাংশ শিক্ষিত অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। বাকী ৭৬ শতাংশ মানুষই নিরক্ষর। দেশের এত বিপুলসংখ্যক মানুষকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে যে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন বা কল্যাণ সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুখে মুখে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বললেও অতীতের কোন সরকারই দেশের তাবৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার লক্ষ্যে কোন বাস্তব কর্মসূচী হাতে নেননি। তারা কেবল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেই দায়িত্ব শেষ করেছেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া দেশের তাবৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা সম্ভব নয়- এই বাস্তবতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও সে ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণে আমাদের আন্তরিকতার অভাব ছিলো যথেষ্টই। এরশাদ সরকারের আমলে অনেক বিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও সেই সরকার এই প্রকল্প শেষতক চালু করতে পারেননি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' প্রকল্প চালু করেছেন। গত ১লা জানুয়ারী থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম অবস্থায় ৬০টি উপজেলায় এই প্রকল্পের কাজ চলবে। পরে পর্যায়ক্রমে তা সম্প্রসারিত হবে।

'সবার জন্যে শিক্ষা'– এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু করার জন্যে সরকারকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে আমরা বিগত সরকারকেও ধন্যবাদ জানাবো। বিগত সরকার এই সিদ্ধান্ত না নিলে হয়তো কাজ যতটা এগিয়েছে ততটুকুও এগুতো না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়াটাই কি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট? আমরা মনে করি, সেটাই যথেষ্ট নয়। কেননা, কোন লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করলেই তা বাস্তবায়িত হয়ে যায় না। এ জন্যে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়। সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখতে হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর। আলোচ্য প্রকল্পের কথাই ধরা যাক। এই প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি–না সে ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা প্রায়ই খবর পাচ্ছি অনেক প্রাইমারী স্কুলেই প্রয়োজন সংখ্যক শিক্ষক নেই, ছাত্র–ছাত্রীদের বসার ব্যবস্থা নেই। সংস্কারের অভাবে অনেক প্রাইমারী স্কুলের পড়ো পড়ো অবস্থা। কোনটার ছাদ নেই। কোনটার ছাদ ফুটো হয়ে পানি ঝরছে। কোন কোন স্কুলে বেড়া নেই, নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। আবার অনেক প্রাইমারী শিক্ষক মাসের পর মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না–– এমন খবরও প্রায়ই সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। তাছাড়া প্রাইমারী স্কুল নেই এমন গ্রামের সংখ্যাও আমাদের দেশে কম নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উল্লেখিত সমস্যাগুলো জিইয়ে রেখে 'সবার জন্যে শিক্ষা' অথবা 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প'–এর কাজ বাস্তবায়ন কি সম্ভব?

আমরা মনে করি, তা সম্ভব নয়। সে জন্যেই শিক্ষার প্রশ্নে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয় রয়েছে–– আগেও যেমন ছিলো। যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে সেই সরকারের মুখ থেকেই আমরা 'শিক্ষার জন্যে হেন কারেঙ্গা তেন কারেঙ্গা' ইত্যাদি আশ্বাসমূলক কথা শুনেছি। কোন কোন সরকার আশাব্যঞ্জক দু' একটি পদক্ষেপও যে নেননি তা নয়। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। এমনকি স্বাধীনতার এই একুশ বছরে জাতির জন্যে আমরা এখনও একটি শিক্ষা নীতিও প্রণয়ন করতে পারিনি। এসব ব্যর্থতার আলোকে আমাদের শিক্ষা নীতি গ্রহণ করে 'সবার জন্যে শিক্ষা' এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে. শুধু কথায় কাজ হবে না। বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ একটি করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সাথে আনুষঙ্গিক সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিত করারও উদ্যোগ নিতে হবে।